উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৬

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেশক
জনাব মোঃ আবদুল করিম
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য
মাসুম আল জাকী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

প্রচ্ছদ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষ প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
অশোক কর্মকার

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
প্লট- ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন: ৯১৪০০৫৬-৫৯, ৯১২৬২৪০-৪২
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org
ফেসবুক: www.facebook.com/pksf.org

ডিজাইন এবং মুদ্রণ
এ্যাভারগ্রীন প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

সূচি

সম্পাদকের কথা ৫
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ৭
স্বাগত বক্তব্য ১০
প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ ১৩
নির্ধারিত আলোচকের বক্তব্য ১৭
মুক্ত আলোচনা ২০
সম্মানীয় অতিথির বক্তব্য ২৩
সভাপতির বক্তব্য ২৪
মূল প্রবন্ধ: টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন ২৯
সেমিনারের বিষয়ে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ৪০
অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা ৪৩

অধিকার, মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

সুধী,

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আগামী ২৯ মার্চ, ২০১৬ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০:৩০টায় পিকেএসএফ-এর অডিটোরিয়ামে এক সেমিনারের আয়োজন করেছে। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য: টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন । সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করবেন ড. নাজনীন আহমেদ, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS) এবং পিকেএসএফ এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য । সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ড. ফারজানা ইসলাম, উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. নাসরীন আহমাদ, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।

মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পিকেএসএফ

(অনুষ্ঠানসূচি অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অনুষ্ঠানসূচি

০৯:৪৫-১০:১৫		চা পর্ব এবং নিবন্ধন
১০:১৫-১০:৩০		অতিথিদের আসন গ্রহণ
১০:৩০-১০:৪৫	স্বাগত বক্তব্য	মোঃ আবদুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
১০:৪৫-১১:১৫	প্রবন্ধ উপস্থাপনা	ড. নাজনীন আহমেদ, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (BIDS) এবং সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ
১১:১৫-১১:৩০	নির্ধারিত আলোচক	অধ্যাপক শফি আহমেদ, সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার, পিকেএসএফ
১১:৩০-১২:১৫	মুক্ত আলোচনা	
১২:১৫-১২:৪৫	সম্মানীয় অতিথিবৃন্দের বক্তব্য	ড. নাসরীন আহমাদ, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ড. ফারজানা ইসলাম, উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১২:৪৫-০১:০৫	সভাপতির বক্তব্য	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, পিকেএসএফ
০১:০৫	দুপুরের খাবার	

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন ৮৮০-২-৯১২৬২৪০, ফ্যাক্স ৮৮০-২-৯১৩৪৩৪১, ৯১২৬২৪৪, ই-মেইল : pksf@pksf-bd.org

সম্পাদকের কথা

সমাজ সংসারের নানা সংকট আমাদের পথচলাকে বিঘ্নিত করে, মানসিকভাবে আমাদের তাড়িত করে, যাতে আমরা ওই সমস্যা সমাধানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। শুধু আমাদের সমস্যা নয়, বিশ্বব্যাপী এমন নানা বৈষম্য ও অবিচার রয়েছে, যা দৈশিক গণ্ডি পেরিয়ে অন্যত্র এবং সর্বত্র বিরাজমান। জাতিসংঘের মতো সংস্থা তাই এসব বিষয়ে বিশ্ব জনমত সংঘটিত করতে অথবা যথাযথ ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানায়। এজন্য জাতিসংঘ বছরের বিভিন্ন দিবসকে বিশেষভাবে পালন করার একটা আন্তর্জাতিক রীতি প্রচলন করেছে। অবস্থাটা এমনই যে, বছরের প্রায় সবক'টি দিনই এখন কোন না কোন কারণে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তার মধ্যে বসতি দিবস আছে, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির অভিযান আছে। এরই মধ্যে কিছু দিবস আছে যেগুলির গুরুত্ব সমধিক। আন্তর্জাতিক নারী দিবস এদের মধ্যে বিশেষভাবে অগ্রগণ্য।

বিগত কয়েক বছর ধরে সারা পৃথিবীর মত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়ে আসছে। দেশের বিভিন্ন নারী সংগঠন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই এই দিবস উদ্‌যাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যান্য সংস্থার ব্যক্তিবর্গ ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সভা ও আয়োজনে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই দিবস পালনে সরকারি উদ্যোগও চোখে পড়ে। দেশে নারী উন্নয়ন নীতিমালা গৃহীত হয়েছে, তার জন্য সুসংগঠিত কর্ম পরিকল্পনাও আছে। বেশ কয়েক বছরে দেশের শুধু নগরাঞ্চলে নয়, গ্রাম এলাকায়ও এই দিবস পালিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হল, তারপরও আমাদের দেশে নারীর অবস্থান সুসংহত হয়েছে একথা বলা যাবে না।

একটা সময় ছিল, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের রচনায় যার প্রতিফলন আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই, যখন নারীর বাচন, চলন ও কর্মের এলাকা ছিল বাড়ির অন্দরমহল। রোকেয়া এসব অবরোধবাসিনীর মুক্তির জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এখন তো আমাদের নারীরা শুধু গৃহের অভ্যন্তরে অদৃশ্য নন। সমাজ ও সময়ের চাহিদা পূরণে নারীরা গৃহের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। নারী দিবস উদ্‌যাপন এক্ষেত্রে খুব সহায়তা করেছে তা কিন্তু বলা যাবে না।

একটা ছোট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে প্ররোচিত বোধ করছি। বেশ কয়েক বছর আগে আমার এক ঘনিষ্ঠ জর্মন বন্ধু বাংলাদেশে এসেছিলেন। ক্রিষ্টিন স্মালর। ক্রিষ্টিন ইউরোপীয়ান সেন্টার ফর থিয়েটার রিসার্চের সমন্বয়ক। আমাদের দেশের লোকজ নাটক, পুঁথিপাঠ ও গান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে বাংলাদেশ এসেছিলেন। সেদিন চট্টগ্রামের একটা রাস্তায় আমরা হাঁটছিলাম। রাত দশটা। বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানায় ছুটি হয়েছে।

হাজার হাজার নারী কারখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। ওর প্রশ্নের উত্তরে যখন জানালাম এঁরা কি কাজ করে এবং এঁরা প্রায় সবাই প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে কোনদিন লেখাপড়া করেনি, বিস্ময়ের সব ডালপালা মেলা চোখে ক্রিস্টিন বলেছিল, 'তোমাদের দেশ আর কোনভাবেই পিছিয়ে থাকতে পারে না, এটা তো এক বিস্ফোরক সামাজিক আন্দোলন'। মনে হল, আহা, আমার এই বন্ধুকে যদি পল্লীর তেমন একটা জনপদে নিয়ে যেতে পারতাম, যেখানে সকালে-বিকালে ইউনিফর্ম পরা বালিকারা সারি সারি হাঁটছে বই-খাতা হাতে, স্কুলে যাচ্ছে অথবা ফিরছে তারা। সেই সময় বুকের ভেতর একটা মোচড়, মনে হল, এই দৃশ্য যদি রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন দেখে যেতে পারতেন। তাঁকে জোর গলায় জানাতে ইচ্ছে করে, এই বাংলাদেশে এখন বহুসংখ্যক নারী জজ ব্যারিস্টার হয়েছেন, উচ্চ আদালতের বিচারপতি হয়েছেন, উড়োজাহাজের চালক হয়েছেন, দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছেন, আরো কত উচ্চ পদে আসীন হয়েছেন নারীরা। এরকম আনন্দে চোখ ভিজে যাওয়া গল্পের কথা যখন বলছি, তখন অনিবার্যভাবেই দুঃখ-ব্যথায়, কষ্টে, অসহায়ত্বে চোখ ভিজে যাওয়া আরো বহুসংখ্যক গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান তো পাবার উপায় নেই, কিন্তু যদি বলি ওই হাজারো গার্মেন্টস কর্মীর পদছন্দে যখন ঢাকা-চট্টগ্রামের রাজপথ গলিপথ আন্দোলিত হয়ে ওঠে, তখন এদেশের অন্তত পঞ্চাশ হাজার নারী প্রতিদিন যৌতুকের জন্য শারীরিক বা মানসিকভাবে নির্যাতিত হন, প্রতিদিন, প্রতিরাতে! এই সংখ্যাটা আরো বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। বছর তিনেক আগে একজন স্কুল-ছাত্রীকে উত্যক্ত করার প্রতিবাদে তার মাকেই জীবন দিতে হয়েছিল। ঠিক এই এখন নিজের কন্যাকে বখাটে যুবকদের থেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রমণের শিকার হয়েছেন এক বাবা। তার দু'টো পা কেটে ফেলতে হয়েছে। এই নিষ্ঠুর নারকীয় চিত্রও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সমাজের নারীর অবস্থানের চলমান চিত্র।

আমার কথা হচ্ছে, নারীর প্রতি সমাজের কিছু মানুষ সংহারী হয়ে উঠলেও আমাদের নারীদের একেবারে অবদমিত করতে পারেনি। তাই রাত দশটার পরেও দেখি, কোন চাকুরে নারী ঢাকার ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে, মধ্যরাতে কোন মফঃস্বলের স্থল পরিবহনের বিরতির জায়গায় চায়ের দোকান চালাচ্ছেন কোন এক নারী। জানি, এসব নারীর জীবনে রাক্ষুসে আক্রমণের ভয় আছে, তবুও তারা যে ভয়কে জয় করেও এই সমাজে তার স্থান নির্দিষ্ট করার লড়াইয়ে নেমেছেন, তা দেখে বুক ভরে যায়।

বাংলাদেশের নারীদের গৌরবগাথায় দু'টি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। গার্মেন্টস শিল্পে শ্রমিকদের কথা তো বলেছি। অন্যটি হল, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানান সংস্থা থেকে নানা অঙ্কের ঋণগ্রহীতা কোটি নারী। যখন স্বার্থান্বেষী শিল্পপতিরা ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন, তখন আমাদের গাঁয়ের বা শহরের বস্তির নিঃসহায় নারীরা যে টাকা ধার নেন, সুদে-আসলে তা ঠিক ফিরিয়ে দেন। ওখানেই আবার মন খারাপ করা গল্প আছে। স্ত্রীর নামে ধার নেয়া টাকা স্বামী দখল করে নেয়। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, ধীরে হলেও। নারী এখন পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিচ্ছেন।

পিকেএসএফ তার সমগ্র কর্মকাণ্ডে নারী-সংবেদনশীলতার স্বাক্ষর রাখতে চায়। এই সংস্থার সদস্যদের বিরাট অংশ নারী। নারীপ্রধান সহযোগী সংস্থার সংখ্যাও কম নয়। সম্প্রতি পিকেএসএফ-এ জেন্ডার নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। নারী স্বাধীনতা ও সমাজে নারীর অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় ও আলোকিত করে তোলার জন্য পিকেএসএফ সদাতৎপর থাকবে।

শফি আহমেদ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর নারী-পুরুষের অনুপাত হবে সমানে সমান (৫০-৫০): জেন্ডার সমতার জন্য প্রস্তুতি (PLANET 50-50 BY 2030: STEP IT UP FOR GENDER EQUALITY) নিতে হবে যাতে মর্যাদায় নারী পুরুষের সমান হয়ে উঠতে পারে। এ প্রতিপাদ্য নিয়ে অন্যান্য বছরের ন্যায় ৮ মার্চ ২০১৬ পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তারও পূর্বে ১৮৫৭ সালে আমেরিকার নারী শ্রমিকদের দাবি আদায়ের আন্দোলনের ইতিহাসকে স্মরণ করে ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে সাম্যবাদী নারীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণার প্রস্তাব করেন জার্মান কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেত্রী ক্লারা জেটকিন। সে সময় থেকে প্রতিবছর ৮ মার্চ নারী দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের খতিয়ান অনেকাংশে অনেক দেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। World Economic Forum কর্তৃক প্রকাশিত Global Gender Gap Report, ২০১৫ অনুযায়ী নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাসে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম স্থান থেকে ৬৮তম স্থানে উন্নীত হয়েছে।

সমাজ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নারীরা এখন আগের থেকে অনেক ভাল করছে। ক্রীড়াক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। প্রমীলা ক্রিকেটের বিশ্ব আসরে রয়েছে বাংলাদেশী নারী ক্রিকেটারদের সরব উপস্থিতি। সম্প্রতি, সাউথ এশিয়ান গেমস-এ স্বর্ণজয়ী হয়েছে বাংলাদেশের মেয়ে মাবিয়া আক্তার ও মাহ্‌ফুজা খাতুন। ময়মনসিংহ জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কলসিন্দুরের মেয়েরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।

এসব অর্জনের পাশাপাশি নারীরা এখনও অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, বলা যায় নারীদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। দিনমজুর নারী শ্রমিকগণ এখনও পুরুষের তুলনায় কম মজুরি পান – নারী শ্রমিকের এই মজুরি বৈষম্য বহুদিন ধরে চলমান থাকলেও এটি নিরসনে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এখনও অপ্রতুল।

যদিও দেশের শ্রম আইনে সমান কাজে নারী ও পুরুষের সম-মজুরির অধিকার নিশ্চিত করেছে। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারীদের উপস্থিতি তেমন লক্ষ করা যায় না। আর এসব বৈষম্য থেকেই নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটছে। সামাজিক চাপে, অনেক ক্ষেত্রে অসচেতনতার জন্য অভিভাবকগণ তাদের মেয়েদের বাল্য বিবাহ দিচ্ছেন। যার ফলে নারীর শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে বাড়তি চাপ পড়ছে।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে পিকেএসএফ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ২৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে নিজস্ব মিলনায়তনে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন। পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে পিকেএসএফ-এর ১৫০টি সহযোগী সংস্থার নারী প্রতিনিধিসহ সর্বমোট ৩২১ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পিকেএসএফ-এর নারী চাকুরেসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম। সেমিনারে পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান (তনু)-র নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তুলে ধরে এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সেমিনারে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী এই দাবীর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন ।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য ড. নাজনীন আহমেদ। ড. নাজনীন আহমেদ তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের বৈষম্য নিয়ে আলোকপাত করেন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক শফি আহমেদ নির্ধারিত আলোচক হিসেবে সভায় উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন। সেমিনারে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. নাসরীন আহমাদ। তিনি তার বক্তব্যে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য নারীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন।

সেমিনারে পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। সেমিনারে নারীদের কার্যকর ক্ষমতায়নের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা উত্থাপিত হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

অনুষ্ঠানটি বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচার করা হয়।

সমাজ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নারীরা এখন আগের থেকে অনেক ভাল করছে। ক্রীড়াক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। প্রমীলা ক্রিকেটের বিশ্ব আসরে রয়েছে বাংলাদেশী নারী ক্রিকেটারদের সরব উপস্থিতি। সম্প্রতি, সাউথ এশিয়ান গেমস-এ স্বর্ণজয়ী হয়েছে বাংলাদেশের মেয়ে মাবিয়া আক্তার ও মাহ্‌ফুজা খাতুন। ময়মনসিংহ জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কলসিন্দুরের মেয়েরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে।

স্বাগত বক্তব্য

জনাব মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার স্বাগত বক্তব্য শুরু করেন। সেমিনারের বিষয়বস্তুর কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশে বিগত প্রায় দুই যুগ ধরে নারী সরকারপ্রধান থাকায় বেশকিছু নারী-বান্ধব নীতি প্রণীত হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও চাকুরির ক্ষেত্রে নারীদের সপক্ষে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। জনজীবনের প্রতিটি স্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশের সংবিধান। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার যে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং ভিশন ২০২১ ঘোষণা করেছে, তাতে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে নারীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ। নারীর ক্ষমতায়নে তা অর্থবহ উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

নারী এবং উন্নয়ন (Women and Development) এই ধারণা নয়, বরং উন্নয়নে নারী (Women in Development) এই মতধারায় বিশ্বাসী বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে দায়বদ্ধ। ঝুঁকিপূর্ণ অতিদরিদ্র নারীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভিজিএফ কর্মসূচি চালু আছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা তহবিলের অন্তত ১০% এবং শিল্প এলাকার ১০% অত্যাবশ্যকভাবে বরাদ্দ পাবার বিধান রয়েছে। ৫০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এমন সব পদক্ষেপের কারণে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ঋণ বিতরণের পরিমাণ এবং সংখ্যা দু'টোই বেড়েছে।

এছাড়া কর্ম-বান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টির জন্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের স্বীকৃতি প্রদানের নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন: নারী চাকুরেদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাসের পরিবর্তে ছয় মাস করা হয়েছে, পাসপোর্ট ও জন্ম নিবন্ধন সনদে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম থাকার বিধি প্রচলন করা হয়েছে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সকলেই নারী। ১৯৯০ সাল থেকে বাংলাদেশের দু'জন নারী নেত্রী পাঁচ বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্বে ছিলেন নারী মন্ত্রী, যেমন–পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, কৃষি, শ্রম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা। বাংলাদেশের দু'টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর দু'জন নারী।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, ফলে নারীদের অর্জনও বেড়েছে অনেক। যেমন: মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ৫৩%, যেখানে ছেলেদের হার ৪৭%। গত দুই দশকে মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে ৬৬ শতাংশেরও বেশি, যা এখন বাৎসরিক মাত্র ৫.৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ৫ অর্জন করেছে, যেখানে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে লিঙ্গ সমতা আনয়নের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ৩০ লক্ষ নারী বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন। ২০১০ সালে শ্রমশক্তির শতকরা ২৪ ভাগ ছিল নারী যা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬ ভাগে।

বাংলাদেশের সংসদে সবশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদের মোট আসনের ২০ শতাংশ সংসদ সদস্য নারী, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে নিযুক্ত নারী পুলিশদের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে এবং সর্বশেষ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ১২,০০০ জনের বেশি নারী জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, ফলে নারীদের অর্জনও বেড়েছে অনেক। যেমন: মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ৫৩%, যেখানে ছেলেদের হার ৪৭%। গত দুই দশকে মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে ৬৬ শতাংশেরও বেশি, যা এখন বাৎসরিক মাত্র ৫.৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ৫ অর্জন করেছে, যেখানে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে লিঙ্গ সমতা আনয়নের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ৩০ লক্ষ নারী বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন। ২০১০ সালে শ্রমশক্তির শতকরা ২৪ ভাগ ছিল নারী যা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬ ভাগে।

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ খাতে মোট ২ কোটি ৭০ লক্ষ ঋণগ্রহীতার মধ্যে আড়াই কোটি নারী। তবে বাস্তবতা হলো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীরা এখনো পিছিয়ে রয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বয়স্ক শিক্ষা এবং লিঙ্গ সমতার মানদণ্ডে এখনো কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি।

তিনি বলেন, আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পাশাপাশি এ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সেমিনার হতে প্রাপ্ত সুপারিশ ও মতামতের আলোকে Follow-up Action-এর ভিত্তিতে তা বাস্তবায়ন করার জন্য পিকেএসএফ কাজ করছে। তিনি পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও সেমিনারে স্বাগত জানান।

ড. নাজনীন আহমেদ কর্তৃক সেমিনারে উপস্থাপিত *টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন* প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ

ড. নাজনীন আহমেদ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি নারী উন্নয়ন বিষয়ে MDG'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি বলে মন্তব্য করেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি বলেন, অগ্রগতির বর্তমান হার একইভাবে চলমান থাকলে লিঙ্গ সমতা অর্জনে ২১৩৩ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যেসকল ক্ষেত্রে ব্যাপক লিঙ্গ অসমতা বিদ্যমান তার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ওপর বাংলাদেশ সরকার যে অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করেছে তাতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মসংস্থান, ক্যালরি গ্রহণের ন্যূনতম মাত্রা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স্কদের শিক্ষার হার, শিক্ষার তৃতীয় স্তরে ছেলে মেয়ের অনুপাত, অকৃষি খাতের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানে নারীদের অংশগ্রহণ, জাতীয় সংসদে নারী আসনের অনুপাত, দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে জন্মলাভের অনুপাত, গর্ভকালীন সময়ে প্রসূতি পরিচর্যা ও টেকসই ভিত্তিতে চিকিৎসাসেবা (যেমন: ঔষধ) প্রাপ্তির অনুপাত।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (Sustainable Development Goals) ১৭টি মূল লক্ষ্যের আওতায় ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পঞ্চম লক্ষ্যমাত্রাটি হলো লিঙ্গ সমতা

অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়ন (Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls)। এ লক্ষ্যমাত্রায় মোট ৯টি টার্গেট রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, স্থান ও বয়স নির্বিশেষে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর প্রতি সকল সহিংসতা দূরীকরণ (যেমন: নারী পাচার কিংবা যৌন হয়রানি)। এছাড়াও রয়েছে বাল্য বিবাহ বা জোরপূর্বক বিবাহ, যৌনাঙ্গহানি ইত্যাদির মত মারাত্মক প্রথা দূরীকরণ, নারীদের মজুরিবিহীন কাজের, অবৈতনিক সেবাকর্মের ও গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি ও মূল্য প্রদান। অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতি উন্নয়ন এবং পারিবারিক কাজে সুষম অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, নারীদের পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জনজীবনে নেতৃত্বের গুণাবলী তৈরিকরণ।

International Conference on Population and Development অনুযায়ী যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার অর্জন আরও একটি বড় টার্গেট। আবার, সকল আর্থিক সম্পদে নারীর অধিকারে সমতা আনয়ন এবং জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রেও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি, তার মধ্যে সম্পত্তি, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ উল্লেখযোগ্য। কর্মক্ষেত্রে নারীদের বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ তৈরির পাশাপাশি মর্যাদা এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ বিষয়ে পুরুষের মনোভাবের পাশাপাশি নারীদের নিজেদেরও মনোভাব পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে কর্মক্ষম নারীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৪২ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ নারী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত যা মোট কর্মক্ষম নারীর মাত্র ৩৩.৫ শতাংশ। ২০১০ সালে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ৩৬ শতাংশ। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ৭৮,১৮,৫৬৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মাত্র ৭.২১ শতাংশ হলেন নারী উদ্যোক্তা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীদের জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি রয়েছে যার বাস্তবায়ন নারীর ক্ষমতায়নে অত্যন্ত জরুরি। তন্মধ্যে, একটি হলো উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে তথ্য,

সম্পদ ও সুযোগের যথাযথ প্রাপ্তি। এছাড়াও রাজনৈতিক, বেসামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও তাঁদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক নীতি প্রণয়ন, যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদের সকল স্তরে নারীর জন্য সুযোগ তৈরি, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্যে এবং সেবাখাতে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো, নারীর কাজ ও অবদানের স্বীকৃতি ও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে অর্থনীতিতে নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

ড. নাজনীন বলেন, নারীদের জন্য ব্যাপক হারে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ উদ্যোগ মূলত ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য। যেমন: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের Small and Micro-Enterprise (SME) খাতে পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে মোট অর্থায়নের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ অর্থ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে যা শিল্পোন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। নারীদের জন্য সুদের হার ব্যাংক রেটের সমান (বর্তমানে ৫%) নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে ঋণ প্রাপ্তিতে নারী উদ্যোক্তারা একটি উপযুক্ত বা অনুকূল পরিবেশ পায়।

ঋণ প্রাপ্তিতে নারী উদ্যোক্তারা যেন উপযুক্ত পরিবেশ পায় তার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তির দরখাস্ত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সহকারে যাচাই করা, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নারীদের জন্য সরবরাহকৃত সুবিধাদি প্রচার করা, নারী উদ্যোক্তা বা নারী-প্রধান উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান এবং প্রয়োজনে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ পরামর্শ প্রদান ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

নারীদের জন্য বিশেষ ঋণ বিতরণের নীতিমালা থাকলেও তার কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন অনেকাংশে সম্ভব হয়নি। ২০১৪ সালে মোট অর্থায়নের মাত্র ৪ শতাংশ অর্থ নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কিছু বাধার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সুযোগ থাকার পরও এ ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। পরিবার থেকে মূলধন প্রাপ্তিতে সমান সুযোগের অভাব এবং উচ্চ শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণের নিম্ন হার এজন্য দায়ী বলে তিনি মনে করেন।

তিনি কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের অবদানের কথা স্মরণ করে বলেন যে, এই খাতে নারীদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলক বেশি হলেও এই খাত থেকে প্রাপ্ত/ব্যবহৃত সম্পদের মালিকানায় নারীদের সংখ্যা খুবই কম। বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য বাৎসরিক বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। নারীর ক্ষমতায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে যেমন: উচ্চশিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, অনানুষ্ঠানিক খাতে মজুরির বৈষম্য দূরীকরণ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি বেশ কিছু সুপারিশ করেন। এর মধ্যে রয়েছে, নারী-পুরুষের সমতার ধারণা যা শুধু সামাজিক ন্যায় বিচার হিসেবে গণ্য করলে চলবে না– এটা একটা মৌলিক মানবাধিকার, এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন: বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী নীতিমালার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন, সম্পদে নারীর অভিগম্যতা ও মালিকানা নিশ্চিতকরণ, নারীর ক্ষমতায়নে যারা সেবা প্রদান করছে তাদেরকে সহায়তা প্রদান যেমন: দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র, পরিবহণ ও আবাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন ইত্যাদি পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আর্থিক ক্ষেত্রে নারীর অভিগম্যতা (access) নিশ্চিত করা, সামাজিক আচার পরিবর্তন এবং ঘরে ও বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি শিক্ষা, প্রযুক্তি, আইসিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও সুযোগ সৃষ্টি করতে বিপুল বিনিয়োগ করার ওপর তিনি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মনে করেন, সামাজিক ন্যায়-বিচার ও মৌলিক মানবাধিকারের স্বার্থেই নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। একই সাথে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সম্পদের ওপর তাঁদের মালিকানা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সবশেষে নারী সমাজে শুধু মানুষ বলেই পরিচিত হবে, সেই সমাজ সৃষ্টির আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

নির্ধারিত আলোচক

অধ্যাপক শফি আহমেদ
সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার এবং
সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ সদস্য এবং সিনিয়র এডিটোরিয়াল এ্যাডভাইজার অধ্যাপক শফি আহমেদ মিলনায়তনে উপস্থিত সকল নারীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬ উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন-এর বাণীর একটি অংশ "Let us devote solid funding, courageous advocacy and unbending political will to achieving gender equality around the world. There is no greater investment in our common future" পড়ে শোনান। তিনি বলেছেন, আসুন, সারা পৃথিবীতে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসনে যথাযথ বিনিয়োগ করি, সাহসী প্রচারণা শুরু করি এবং সুদৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার বাস্তবায়ন করি।

আমাদের সার্বিক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য এর চেয়ে শ্রেয়তর কোন বিনিয়োগ থাকতে পারে না। এ লক্ষ্যে তিনি নারী-পুরুষ সবাইকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান। নারী জাগরণের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-কে নারী জাগরণের একজন শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বেগম রোকেয়া লিখিত সুলতানার স্বপ্ন (Sultana's Dream)-এর উদাহরণ টেনে বলেন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য সবার রোকেয়া রচনাবলী পড়া উচিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের অবদানের কথা স্মরণ করে অধ্যাপক আহমেদ বলেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সূচনালগ্ন থেকেই নারীদের অবদান স্বীকৃত হয়ে আসছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে জুন মাসে বাংলার নারীদের নিয়ে যে পোস্টার ছাপা হয় সেখানে বলা হয় বাংলার মায়েরা বাংলার মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। পোস্টারটি পৃথিবীব্যাপী বিলি করা হয়েছিলো।

অনেক নারী প্রত্যক্ষভাবে, আবার অনেকেই পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অবদান ও ত্যাগ জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতার পর নারীর স্বাধীন মতামত প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়েছে, এর ফলে নারীদের সার্বিক অবস্থার অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি বলেন, সকল সফল পুরুষের পিছনে একজন নারীর অবদান রয়েছে। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে, আমাদের আরও বহুপথ পাড়ি দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম ও পরিবারে ধ্যানধারণা এবং চেতনার পরিবর্তন দরকার। নারী অধিকারের বিষয়ে শিশুদের শ্রদ্ধা করা শেখাতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে এমন কাহিনীই দ্রষ্টব্য যে, শিশু পাঠ্যবস্তুতে

বা ছবিতে দেখতে পাচ্ছে, বাবা অফিসের কাজে বাইরে যায় এবং মা ঘরে থাকে, মা ঘর গোছায়, রান্না করে, কাপড় কাচে। এমন অবস্থা থেকেই সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে শিশুদের মধ্যে একটা বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারণা গড়ে ওঠে। যখন শিশুরা টেলিভিশনে দেখে তরুণী স্ত্রী বাড়ির সব কাপড়-চোপড় ধুয়ে ফর্সা করে, অফিস যাবার আগে স্বামীর টাইয়ের গ্রন্থি ঠিকঠাক করে দেয়। তখনই ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী-পুরুষ বৈষম্যের ধারণা গড়ে ওঠে। কাপড় কাচা সাবানের সব বিজ্ঞাপনেই নারী ও পুরুষের এমন অবস্থান দেখা যায়।

> সকল সফল পুরুষের পিছনে একজন নারীর অবদান রয়েছে। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে, আমাদের আরও বহুপথ পাড়ি দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তক, গণমাধ্যম ও পরিবারে ধ্যানধারণা এবং চেতনার পরিবর্তন দরকার।

নিশ্চিতভাবেই সেটাই বাস্তব অবস্থা, কিন্তু প্রচারের মাধ্যমে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা টেলিভিশনের শিশুদর্শকদের মনোভঙ্গি নির্মাণে কাজ করে। দেশের বা সমাজের এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে নারীও যে ভূমিকা পালন করে, এমনকি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে অনেক নারী সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছে, এমন কাহিনী পাঠ্যপুস্তকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে স্থান পায় না। 'অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর' এমন কবি-বাক্যের প্রতিফলন পাঠ্যপুস্তকে থাকে না। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে গৃহবন্দী করে রাখার সপক্ষে নানান প্রচারণা চালানো হয়, কিন্তু তার বিপক্ষে ধর্মশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন সামাজিক উদ্যোগ দেখা যায় না। শৈশবাবস্থা থেকে ন্যায়নীতির শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এ পৃথিবীকে সবার জন্য বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তবেই নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির আরও দ্রুত ইতিবাচক পরিবর্তন হবে – এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব মনোয়ারা বেগম
নির্বাহী পরিচালক, প্রত্যাশী

তিনি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বাল্যবিবাহ রোধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশের সংস্কৃতিকে বিবেচনায় নিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের রূপরেখা তৈরি করতে হবে।

জনাব আঞ্জুমান বানু লিমা
সহকারী পরিচালক, ঘাসফুল

সঠিক তথ্য প্রাপ্তির সাথে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তথ্য প্রযুক্তি নারীবান্ধব হওয়া উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। নবীন নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব পূরণের জন্য তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মোসাঃ নাসরিন
টেকনিক্যাল অফিসার কাম ট্রেইনার
এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্‌স-আরবান

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে তিনি নারীদের পাশাপাশি আরও অধিক সংখ্যক পুরুষদের উপস্থিতি প্রত্যাশা করেন। মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর জেন্ডার সংবেদনশীল (Gender Sensitive) কার্যক্রম রয়েছে কিনা এবং পিকেএসএফ নারীদের নেতৃত্ব তৈরিতে প্রশিক্ষণ দেবে কিনা এ দু'টো বিষয় তিনি জানতে চান। প্রতিটি সংস্থায় একটি 'জেন্ডার ম্যানুয়েল' থাকা অত্যাবশ্যক এবং এটির সফল বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি থাকা জরুরি বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা কিছুটা সম্প্রসারিত হবার পর তাঁরা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন। বৃহৎ পরিসরে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে নারী ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত বাজারে প্রবেশ, রাস্তাঘাটে চলাফেরা এবং হিসাব-নিকাশের সমস্যা বড় বাধা হিসেবে দেখা দেয় বলে তিনি মনে করেন।

জনাব পারভিন নাহার
স্টেশন ম্যানেজার, রেডিও ঝিনুক
সৃজনী বাংলাদেশ

নারীর মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি কাজ করবে কিনা এবং পারিবারিক কাজে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণে পিকেএসএফ কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে এ বিষয় দু'টো সম্পর্কে তিনি জানতে চান। বর্তমান সমাজ এখনও ছেলেদের গৃহস্থালী কাজে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি উল্লেখ করে তিনি এর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে একটি নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কারণে মেয়েরা প্রতারিত হচ্ছে এবং অনেকেই এ বিষয়ে আসক্ত হচ্ছে কিনা – সে বিষয়টিও তিনি খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান।

জনাব মুন্সি ফয়েজ আহমেদ
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (BIISS) ও সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ

সভায় তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিনিময় করে বলেন, নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবেশী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়েছে। বাংলাদেশে ছেলে শিশুর অগ্রাধিকার (Male Child Preference) সহনীয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। নারীরা এখন শিক্ষায় ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে, অনেকেই কর্মজীবনেও প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু পরিবারে অসম দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক শিক্ষিত নারী কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারেনি। বাংলাদেশে নারীদের সংগঠিত হবার সুযোগ তৈরি করা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

জনাব খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
সদস্য, পরিচালনা ও সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ

তিনি মনে করেন, নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি বিশেষ ব্যাখার দাবী রাখে। তাঁর মতে, 'সমান' শব্দটি অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সাম্যের ভিত্তিতে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হয়ে একটি সম্পূর্ণ ইউনিট হিসেবে সমাজে বসবাস করবে – এটাই সবার কাম্য হওয়া উচিত। তিনি এ লক্ষ্যে যথাযথ সুযোগ তৈরির কথা বলেন। অর্থাৎ জেন্ডার পরিচয়ের কারণে কারোর অগ্রগতি যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় – সমাজে সে ধরনের সমতাসূচক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তিনি জোর মতামত প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত কোন মহিলা রাষ্ট্রপতি হননি। সেদেশে নারী-পুরুষ শ্রমিকের মজুরি প্রদানে তারতম্য রয়েছে। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ নারী প্রগতিতে অনেক এগিয়ে আছে।

জনাব মাজেদা শওকত আলী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন না, তিনি একজন মানুষ হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন আন্দোলনের সাথে জড়িত সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপজেলা পর্যায়ে মহিলা জনপ্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপনিক ও নেতৃত্বের বিকাশ বিষয়ক পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার নারীদের বিশেষ অবদানের বিষয়টি তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

জনাব রাবেয়া বেগম
ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম
শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে পুরুষের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। তিনি পুরুষের প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেন যে, প্রকৃত মানুষ হতে হলে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই যথেষ্ট নয়, চিন্তা-ভাবনায়ও উন্নত হওয়া অত্যাবশ্যক।

জনাব নিগার সুলতানা
পরিচালক, টিএমএসএস

তিনি দাবি করেন যে, জনসচেতনতামূলক প্রচারণাসমূহ বাল্যবিবাহ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এটা কেন হচ্ছে, এর মূল কারণগুলো খুঁজে বের করে সেগুলো নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান। বিশেষ করে, এখনও কি কারণে সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত রয়েছে সে কারণগুলো খুঁজে বের করে সমাধানের উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এ বিষয়ে মূল আন্দোলন পরিবার থেকেই শুরু করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। নারীদের সামর্থ্য বৃদ্ধি (Capacity Building) এবং কর্মক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারীভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য তিনি পিকেএসএফ-কে আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, সামাজিক বাধার কারণে বর্তমানে বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক সীমিত।

জনাব নার্গিস আনিকা সুলতানা
সিনিয়র ট্রেইনার
রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহে নারীদের পদাধিকার বলে উন্নীতকরণে তিনি পিকেএসএফ-এর সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

জনাব শামসুন্নাহার
প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ
ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুওর (ডরপ)

তিনি বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ বিষয়ক প্রকল্প চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও কর্মজীবী নারীদের ক্ষেত্রে গণপরিবহণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ ও তা নারীবান্ধব করার আহ্বান জানান। তিনি মাতৃত্বকালীন যে সকল সহায়তা প্রচলিত রয়েছে তার পরিধি আরও বিস্তৃত করার অনুরোধ করেন।

জনাব মাহফিয়া পারভীন
কনসালটেন্ট
টিএমএসএস

পরিবার থেকে কন্যাশিশুর প্রতি অবহেলাকে দূর করার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বেতন বৈষম্যের ক্ষেত্রে নারীদের সোচ্চার হতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সরকারী নীতি অনুসারে নারী চাকুরেদের ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদানে সকল সহযোগী সংস্থাকে উৎসাহিত করা এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণে একটি জেন্ডার সেশন রাখার জন্য পিকেএসএফ-কে তিনি অনুরোধ করেন।

সম্মানীয় অতিথির বক্তব্য

ড. নাসরীন আহমাদ
উপ-উপাচার্য (শিক্ষা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. নাসরীন আহমাদ তার বক্তব্যে বলেন, সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এর জন্য নারী দায়ী নয় বরং একটি দম্পতির সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পুরুষের ভূমিকাই মুখ্য। সমাজে নারী বিষয়ক কুসংস্কার দূরীকরণে তিনি সকলকে ব্রতী হতে বলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিগত ৪৫ বছরে নারীদের দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে কিংবা জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে নারীদের ঘরের বাইরে বিচরণে আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি বলে তিনি মনে করেন। এর পেছনে প্রধান নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেছে গ্রামীণ জনপদের বাসিন্দারাও। শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদণ্ডে মেয়েরা আজ এগিয়ে আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এমনকি তা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও। তিনি বলেন, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পাশের হার বেশি। বিজ্ঞান অনুষদেও মেয়েরা অধিক সংখ্যায় ডীন্‌স অ্যাওয়ার্ড (Dean's Award) পাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত চার বছরে ৪০ শতাংশ নারী তাঁদের নিজ যোগ্যতাবলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে প্রথম মেয়ে শিক্ষার্থী 'লীলা নাগ'-এর পড়াশুনা নির্বিঘ্ন করার জন্য তাঁর পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যের স্ত্রীর বসে থাকার উদাহরণ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, শিক্ষাই পারে একজন নারীকে যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে। শিক্ষাই নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম অনুষঙ্গ। শিক্ষিত মেয়ের প্রতি একটি পরিবারের আস্থা ও সম্মান জন্মায়। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার সমান সুযোগ তৈরিতে তাঁর পরিবারের ভেতরেই তার অবস্থানে একটি অচলায়তন রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নারীর কিছু আলাদা চাহিদা রয়েছে এবং তাঁর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এসব চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

বৈষম্য রয়েছে এমন একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মেয়েদের জন্য কোটার গুরুত্বের বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। তিনি বর্তমান সরকারকে নারীবান্ধব বলে উল্লেখ করেন এবং তা নারীদের জন্য অনুকূল বলে মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, মেয়েরা সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রভিত্তিক Networking প্রক্রিয়ায় বিরূপ মনোভাব ও মন্তব্যের শিকার হয়। নারীদের কাঁচের সামাজিক আবরণ (Glass Ceiling) ভেদ করতে হবে এবং বাধা পেরিয়ে যেতে হবে। সমাজে অনেক নারী অতিদরিদ্র, তাই তাদেরকে বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। তিনি সবশেষে উল্লেখ করেন, নারীরা মেয়েমানুষ নয় – তারা শুধুই মানুষ। নারীর প্রতি সমাজের ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে সকলকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতির বক্তব্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি
পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার সমাপনী বক্তব্য শুরু করেন। শুরুতেই তিনি সম্প্রতি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী তনু হত্যাকারীদের অতি দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করার জোর দাবি জানান। এই ধরনের অপরাধের বিচার না করা হলে তা টেকসই সমাজ উন্নয়নের পথে অন্তরায় হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, টেকসইভাবে মানবকেন্দ্রিক দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগঠিত সদস্যদের বর্তমানে আর্থিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত ঋণ প্রদানের ওপর পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে জোর দেয়া হচ্ছে। নারীরা যাতে শুধুমাত্র ঋণ গ্রহণের বাহক না হয়ে, নিজেরা উদ্যোক্তা হতে পারেন সে বিষয়ে পিকেএসএফ কাজ করছে। পিকেএসএফ হতে সরবরাহকৃত ঋণ আর ক্ষুদ্র নেই। বিনা জামানতে এখন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি বর্ধিত হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। এছাড়া, ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ সহায়তা ও প্রযুক্তির ব্যবহার – এই ৩টি অনুষঙ্গ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কেবলমাত্র ক্ষুদ্রঋণের মধ্যে ইতঃপূর্বে সার্বিক কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখলেও বর্তমানে পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্রঋণের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে ব্যাপক বহুমুখীকরণ এবং বৈচিত্র্যায়ন ঘটানো হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় সভাকে অবহিত করেন যে, টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়। সহযোগী সংস্থাসমূহের কোন উদ্ভাবনী কাজ অন্যত্র সম্প্রসারণ করা যেতে পারে বলে প্রতীয়মান হলে পিকেএসএফ দ্রুত অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে তা সম্প্রসারণ করে থাকে।

সভাপতি মহোদয় বলেন ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত *সমৃদ্ধি* কর্মসূচির আওতায় জীবনমান উন্নয়ন ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিকেএসএফ বর্তমানে জীবনবৃত্তীয় কৌশল (Lifecycle Approach) অবলম্বন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৩ সালে স্থাপিত সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের মাধ্যমে ফরমালিনের ক্ষতিকর দিক, নারী উত্যক্তকরণ প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। পিকেএসএফ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ইতোমধ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এছাড়া, পিকেএসএফ সম্প্রতি সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কার্যক্রম আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই সংক্রান্ত সার্বিক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় নাগরিক সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, সকল পর্যায়ের নারী প্রতিনিধিগণ, স্কুলের শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ামনস্ক নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা হবে বিধায় এই ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যায়।

তিনি নারী উন্নয়নের পথে বিভিন্ন বাধা/প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের অভাব, নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পিকেএসএফ

নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি *সমৃদ্ধি* ইউনিয়নে *উন্নয়নে যুবসমাজ* নামে একটি ফোরাম তৈরি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নয়নে যুবসমাজ ও *সমৃদ্ধি কেন্দ্র*-এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সকল কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করবে সহযোগী সংস্থাদের মাঠ পর্যায়ে কাজের মানের ওপর।

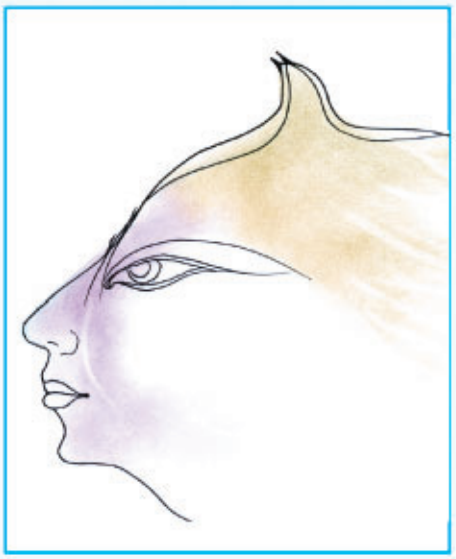

বাল্যবিবাহ, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের অভাব, নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে পিকেএসএফ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি *সমৃদ্ধি* ইউনিয়নে *উন্নয়নে যুবসমাজ* নামে একটি ফোরাম তৈরি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। *উন্নয়নে যুবসমাজ* ও *সমৃদ্ধি কেন্দ্র*-এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সকল কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করবে সহযোগী সংস্থাদের মাঠ পর্যায়ে কাজের মানের ওপর।

তিনি উন্নত বিশ্বে নারীদের অবস্থান নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, জাপানে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টের ওপরের সারিতে মাত্র ৭ শতাংশ নারী রয়েছেন যা কখনোই জেন্ডার সমতার পরিচায়ক নয়। নারী পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রত্যেকেই সমান সুযোগ এবং মর্যাদার মাধ্যমে

সমাজে অধিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, সকলকে নিয়ে উন্নয়ন করতে হবে, কাউকে বাদ দিয়ে নয়। তিনি বলেন, পিকেএসএফ নারী উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার বিগত ৩-৪ বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে আয়োজন করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। সবশেষে, তিনি পিকেএসএফ-এ আয়োজিত সেমিনারে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই করার এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব/মতামতগুলো বাস্তবায়ন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নারী অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তিনি উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানান।

PLANET 50-50 BY 2030
STEP IT UP
FOR GENDER EQUALITY

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY | MARCH 8, 2016

সেমিনার
টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন

টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন

ড. নাজনীন আহমেদ
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং
সদস্য, সাধারণ পর্ষদ, পিকেএসএফ

পৃথিবী জুড়ে নারীরা বহুবিধ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অর্জনে অবদান রেখে চলেছে বহু শতাব্দী জুড়ে। একথা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল, অদ্যাবধি সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থান বিষয়ে আমাদের প্রতিবাদ করতে হয়, নারীর ন্যায্য অবস্থানের সপক্ষে কথা বলতে হয় এবং নানারকম তথ্য-উপাত্ত হাজির করে নারীর এই অবস্থানকে পরিবর্তন করার জন্য আহবান জানাতে হয়। এই কথাটুকুও বাংলাদেশের জন্য যেমন, তেমনি সারা পৃথিবীর জন্য প্রযোজ্য।

প্রতি বছর ৮ মার্চ সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এই দিবস উদ্‌যাপনের এক ঐতিহাসিক কারণ আছে। নারী শ্রমের জন্য সম্মানজনক মজুরি আদায়ের দাবি এই দিবসটির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও পৃথিবীর সর্বত্রই জেন্ডার সমতার সমস্যা রয়ে গেছে। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়, কিন্তু এই কঠিন বাস্তবতার পরিসমাপ্তি ঘটে না। ২০১৪ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম এই ভবিষ্যদ্বাণী করে যে পৃথিবীতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে ২০৯৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এক বছর পর ২০১৫ সালে তারা হিসেব করে দেখায় যে নারী-পুরুষের মধ্যে জেন্ডার দূরত্ব কমার নিকটতম সময় হল ২১৩৩। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের এমন ভবিষ্যদ্বাণী খুবই ভয়াবহ। এক বছরের মধ্যেই তারা ২০৯৫ সালের অর্জনযোগ্য লক্ষ্যকে আরো ৩৮ বছর পিছিয়ে ২১৩৩ সালে নির্ধারণ করেছে। ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় এই ভয়াবহ সংবাদ পরিবেশন করে বক্তব্য শুরু করছি।

একটু আগেই আমরা সাল বা কালের হিসেবে সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের গবেষণার ফলাফল জ্ঞাত করেছি। এবার আসা যাক ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক নারী

দিবসের আলোচনায়। এবারের নারী দিবসের শ্লোগান হল Planet 50-50 by 2030: Step it up for Gender Equality। সুতরাং বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের অনুমানকে নাকচ করে দিয়ে জাতিসংঘ আমাদের প্রতি একটি বিশেষ আহবান জানাচ্ছে। এই শ্লোগানে বলা হয়েছে যে, জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের কর্মতৎপরতাকে জোরদার করতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা ২০৩০ সালে এমন একটা পৃথিবীতে বাস করতে চাই যেখানে নারী-পুরুষের সমতা অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশে যেমন, তেমনি পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বেশ কিছু এলাকা আছে যা নারী-পুরুষ বৈষম্যের জন্য বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ দাবি করে। মোটা দাগে এই এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করা যায় যেমন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং নারীর প্রতি সহিংসতা। এটা সহজেই বোধগম্য যে, নারীর সুস্বাস্থ্যের ওপর পারিবারিক এবং সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে। একজন কন্যাশিশুকে শৈশব অবস্থা থেকেই আমাদের এমনভাবে লালন-পালন করা উচিত, যাতে জীবনের উত্তর পর্বে অর্থাৎ কৈশোর ও তারুণ্যে মেয়েটি রোগমুক্ত থাকে এবং পুষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনরকম সমস্যা যেন না হয়। কারণ এই মেয়েটিকেই সন্তান ধারণ করতে হয়। গর্ভাবস্থার পূর্বে এবং গর্ভধারণের পর সন্তানের সুস্বাস্থ্য মায়ের সুস্থতা এবং শারীরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হল, শৈশব অবস্থা থেকেই একটি কন্যাশিশু সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য সহজেই বুঝতে পারে।

অধিকাংশ পরিবারেই ভাল এবং পুষ্টিকর খাবারে ছেলেদেরই অগ্রাধিকার থাকে। ছেলের বরাদ্দ পূরণ করার পরে যা অবশিষ্ট থাকে সেখান থেকেই মেয়ের খাদ্যের অধিকার পূরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও কন্যাশিশুর প্রতি প্রায় একই রকম আচরণ করা হয়। সাধারণভাবে মাতা-পিতা পুত্রের শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভে যতটা আগ্রহী, কন্যাশিশুর ব্যাপারে তা সমপরিমাণ থাকে না। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ভাল টিউটর ইত্যাদি পছন্দের ক্ষেত্রে ছেলেরাই অপেক্ষাকৃত বেশি মনোযোগ পেয়ে থাকে। যদি পরিবারের সামর্থ্য থাকে, সেক্ষেত্রে পুত্র এবং কন্যার শিক্ষার জন্যে হয়ত একই পরিমাণ বিনিয়োগ থাকে। কিন্তু যেক্ষেত্রে পারিবারিক সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত কম থাকে, সেক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার ভোগে পুত্র সন্তানের প্রতি প্রকাশ্য পক্ষপাত করা হয়। একটি কমবয়সী কন্যাশিশু এভাবেই তার শৈশব থেকে বুঝতে আরম্ভ করে যে, এই সমাজে তার চেয়ে তার ভ্রাতার অধিকার অনেক বেশি।

এটা একটা সুখের সংবাদ যে বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের সুবিবেচনাপ্রসূত ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে অভিগম্যতা একই মাত্রায় দাঁড়িয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে বেশি। কিন্তু শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের একটি অংশ বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়ে, তার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই অধিক। নানা কারণে এটি ঘটে থাকে। একটি বড় কারণ হল বাল্যবিবাহ। আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে পিতা-মাতা ও অভিভাবকবৃন্দ কমবয়সী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়ার পক্ষে। দেশে মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ হিসেবে উল্লেখ থাকলেও বহু মাতা-পিতা তাদের কন্যা সন্তানদের বয়স বেশি দেখিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। সাধারণ কারণ হিসেবে মনে করা হয় কন্যার অবিবাহিত থাকা সমাজের দিক থেকে নিন্দনীয়। এছাড়া সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত ভয়াবহ হারে মেয়েদের উত্যক্তকরণের সংখ্যা বেড়ে গেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কন্যা সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে পিতা-মাতা যথাসম্ভব দ্রুত মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে দেখা যায়, মেয়েটি পারিবারিক কারণে আর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না।

শিক্ষার্জনের পর্ব শেষ হলে মেয়েদের তখন চাকুরির জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষরা নারীর প্রতিযোগী। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কিছু পেশা (নার্স, অভ্যর্থনাকারী, ব্যক্তিগত সচিব প্রভৃতি) ছাড়া অন্যান্য পদে নিয়োগের ব্যাপারে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান অনেক সময়ই নারীদের বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করেন। তারা নানা রকম বিষয় চিন্তা করেন। যেমন, নারীদের গণপরিবহনের ব্যবহার, সাংসারিক দায়িত্ব এবং গর্ভধারণ। এমন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে একজন নারী যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখনও তার জন্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল অবস্থা অপেক্ষা করে। আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে নারীর জন্য তার কর্মস্থল নিরাপদ থাকে না, এছাড়া চাকুরিকালীন সময়ে কর্মক্ষেত্রে কিছু কিছু পুরুষ সহকর্মী এমন আচরণ করেন যা মোটেও নারীবান্ধব নয়। নারী এই বিষয়ে অনেক সময়ই প্রতিবাদ করতে পারে না, সেক্ষেত্রে যেমন সামাজিক লোকলজ্জার ভয় আছে তেমনি চাকুরির ক্ষেত্রে নানা রকমের বিপত্তির সম্ভাবনা থাকে।

নিরাপত্তা নারীর জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে আমরা নারী নির্যাতনের নানা সংবাদ দেখতে পাই। এইসব সংবাদ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, নারী যেমন রাস্তায় এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ নন, তেমনি নিজ গৃহের সংরক্ষিত পরিসীমার মধ্যেও তার নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই। স্বামী বা স্বামীর পরিবারের লোকজনদের দ্বারা নারী নির্যাতন আমাদের সমাজে গা-সওয়া হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ে যাবার বা আসার পথে কিশোরী এমনকি কন্যাশিশুর ওপর শারীরিক হামলার কথা প্রায়শই সংবাদপত্রের খবরে দেখা যায়, এক্ষেত্রে কখনও কখনও কিশোরী বা শিশুর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। সমাজ নারীর প্রতি এতটাই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেছে যে নারী তার চলাচলের সময় সঙ্গী হিসেবে মাতা-পিতা, বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন থাকলেও তিনি যে পুরোপুরি নিরাপদ একথা বলা যাবে না। বিভিন্ন সমাজে নারীর এই নিরাপত্তাহীনতা তাকে অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেয়।

কোন সমাজে নারীর প্রগতি বা অগ্রগতি কতটা হয়েছে তা বোঝার একটি প্রধান উপায় হল সেই সমাজের রাজনীতিতে এবং সামাজিক ক্রিয়কর্মে নারীদের কি ধরনের প্রতিনিধিত্ব থাকে। একথা সত্যি যে, নারীর উন্নয়নে এবং সমাজে নারীর অবস্থা সংহত করতে বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার অনেকগুলোই যথেষ্ট দৃশ্যমান। এমনকি একথা অনস্বীকার্য যে, উচ্চস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর অভিগম্যতা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এমনকি কারিগরি শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষায় মেয়েরা অধিকতর হারে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে তুলনা করলে এই হারকে সন্তোষজনক হিসেবে গণ্য করা যায় না। আমাদের জাতীয় সংসদে বেশ কয়েকজন নারী সাংসদ রয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এদের মধ্যে ৫০ জনই মনোনীত আসনের সংসদ সদস্য।

জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসা নারী সংসদ সদস্যদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে স্বল্প। নারীর অবস্থানকে জোরদার করার জন্য স্থানীয় সরকার সংস্থায় তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এই সব নারী স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব দেয়া হয় না। সুতরাং দেখা যায় স্থানীয় সরকার সংস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে শুধু পুরুষরাই নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া বহুবিধ কারণে আমাদের দেশের রাজনৈতিক চরিত্রে এমন ধরনের দল-উপদল গড়ে উঠেছে এবং সহিংসতা প্রসার লাভ করেছে যে, নারীরা রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ভীত এবং অনীহাগ্রস্ত বোধ করে।

সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্য বিষয়ে ইতোমধ্যেই কিছু কথা বলা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে শুধু নারীর অগ্রগতি নয় তার স্বাভাবিক সামাজিক পথ চলায় তাকে বারে বারেই বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই একবিংশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশের শহরে এবং গ্রামে যৌতুকের জন্য বহু মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয় এবং বিবাহোত্তর কালেও বহু নারীকে যৌতুকের জন্যে গঞ্জনা ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়, এমনকি অনেক সময় নারীকে প্রাণ ত্যাগও করতে হয়। বাংলাদেশের সমাজে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এখনও ধর্মীয় অনুশাসনই প্রবল। সেই কারণে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার নিয়ে জটিল সমস্যার এখনও কোন ধরনের প্রতিকার ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই অধিকারে নারীর দুর্বল অবস্থান নারীকে পুরুষের প্রতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল করে রাখে।

বাংলাদেশের বর্তমান সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা এক নিত্য-নৈমিত্তিক বাস্তবতা। দিনের পর দিন নারীর প্রতি এই ধরনের নির্যাতন আরও প্রবল ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে আমরা তার সাক্ষ্য পেয়ে থাকি। যৌতুকের ক্ষেত্রে যেমন, নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রতিকার চাওয়ার আইন এদেশে আছে। কিন্তু আইনের দ্বারা যে এই অবস্থার নিরাময় করা যায় না বর্তমান সমাজই তার অকাট্য প্রমাণ। আইন প্রস্তুত করেছেন পুরুষরা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্তা-ব্যক্তিরাও প্রধানত পুরুষ, সেই কারণে নারীদের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ।

বর্তমানে আমরা টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা নিয়ে কথা বলছি। ইতোমধ্যেই ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত কাল শেষ হয়েছে। এটা খুবই পরিতৃপ্তির বিষয় যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বেশ কিছু লক্ষ্য বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই পূরণ করতে পেরেছে। কিন্তু এখনও এ বিষয়ে বেশ কিছু বাধা বা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যেগুলোর অন্তর্ভুক্ত হল:

- জনসংখ্যা ও কর্মসংস্থানের অনুপাত;
- সর্বনিম্ন ক্যালরি গ্রহণ করতে পারে না এমন জনসংখ্যার অনুপাত;
- পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সমাপনের সমস্যা;
- ১৫+ থেকে ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত বয়স্ক সাক্ষরতার হার (যা মাত্র ৫৮.৫ শতাংশ);
- উচ্চ শিক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের অনুপাত;
- অ-কৃষি খাতে মজুরির ক্ষেত্রে নারীদের অংশ;
- জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের অনুপাত;
- শিশু জন্মানোর সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি এবং সহায়তা;
- প্রসূতি-উত্তর সেবা এবং টেকসইভাবে প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্রের অভিগম্যতার ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাত;

টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় ১৬৯টি কর্মপরিধি সহ ১৭টি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১. দারিদ্র্য থেকে মুক্তি
২. ক্ষুধার বিনাশ
৩. উন্নত স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতা
৪. মানসম্মত শিক্ষা
৫. জেন্ডার সমতা
৬. বিশুদ্ধ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন
৭. সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি
৮. উন্নত কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৯. শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো
১০. হ্রাসকৃত অসমতা
১১. টেকসই নগর এবং জনগোষ্ঠী
১২. দায়িত্বশীল ভোগ এবং উৎপাদন
১৩. জলবায়ুর সপক্ষে কার্যাবলী
১৪. পানির নিচে বিদ্যমান সম্পদের যথাযথ ব্যবহার
১৫. স্থলভাগে জীবন
১৬. শান্তি, সুবিচার এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান
১৭. লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহযোগিতা

এই লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৫ম লক্ষ্যটি নারীর অবস্থানের দিক থেকে বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারীর ক্ষমতায়ন কার্যকর করার জন্যে ৯টি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধির কথা এই দলিলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

ক. সর্বত্র নারী ও কিশোরীদের প্রতি সবধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে।

খ. নারী ও কিশোরীদের প্রতি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সকল স্থানে সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। নারী পাচার এবং যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের অনাচার বন্ধ করতে হবে।

গ. সকল ধরনের ক্ষতিকর আচরণের অবসান চাই যেমন, বাল্য অবস্থায় বা কম বয়সে জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারীদের অঙ্গচ্ছেদ।

ঘ. মজুরি বহির্ভূত প্রযত্ন এবং গার্হস্থ্যকর্ম জাতীয়ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে এমন সরকারি সেবা, অবকাঠামো এবং সামাজিক সংরক্ষণ নীতিমালা এবং গৃহে এবং পরিবারে অংশীদারিত্বমূলক কর্মবণ্টনের মাধ্যমে স্বীকৃতি ও মূল্য দিতে হবে।

ঙ. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং জনজীবনে নীতিনির্ধারণমূলক স্তরসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নারী যাতে সকল ক্ষেত্রে সমসুযোগসহ পূর্ণত ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

চ. জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশান এবং এই দু'টির সমীক্ষা করার জন্য আয়োজিত সম্মেলনের বিভিন্ন নথির ওপর ভিত্তি করে নারীদের যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার অর্জনে সর্বজনীন অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

ছ. জাতীয় আইন মোতাবেক অর্থনৈতিক সম্পদ, মালিকানা, জমিসহ সব ধরনের সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর অভিগম্যতা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

জ. নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সব ধরনের সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

ঝ. সকল স্তরে নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী নীতি এবং প্রয়োগযোগ্য আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা গ্রহণ ও জোরদার করতে হবে।

বাংলাদেশের চিত্র : নারী শ্রমশক্তি

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হল নারী। ২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপে দেখা যাচ্ছে, যদি শ্রমজীবীর বয়স ১৫ বছরের বেশি ধরা হয় তাহলে সংখ্যায় বাংলাদেশের নারী শ্রমশক্তি হবে ৫৪.২১ মিলিয়ন। এর মধ্যে মাত্র ১৮ মিলিয়ন (৩৩.৫%) শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। তাদের মধ্যে বিরাট অংশ আয়বর্ধক কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু চমকপ্রদ বিষয় হল ২০১০ সালে নারী শ্রমশক্তির অংশ ছিল ৩৬%। এটা অত্যন্ত বিস্ময় এবং আশঙ্কার যে, শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ কমে গেছে।

টেবিল-১: বাংলাদেশে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার

অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি (মিলিয়ন)	সর্বমোট	২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০১০	২০১৩
		৪৬.৩	৪৯.৫	৫৬.৭	৬০.৭
	পুরুষ	৩৬	৩৭.৩	৩৯.৫	৪২.৫
	নারী	১০.৩	১২.১	১৭.২	১৮.২
শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ (%)	সর্বমোট	৫৭.৩	৫৮.৫	৫৯.৩	৫৭.১
	পুরুষ	৮৭.৪	৮৬.৮	৮২.৫	৮১.৭
	নারী	২৬.১	২৯.২	৩৬	৩৩.৫
বেকারত্বের হার (%)	সর্বমোট	৪.৩	৪.৩	৪.৫	৪.৩
	পুরুষ	৪.২	৩.৪	৪.১	৩
	নারী	৪.৯	৭	৫.৮	৭.৩
মজুরি বহির্ভূত পারিবারিক সদস্য (মিলিয়ন)	সর্বমোট	৮.১	১০.৩	১১.৮	১০.৬
	পুরুষ	৩.৪	৩.৫	২.৭	২.১
	নারী	৪.৭	৬.৮	৯.১	৮.৪

২০১৩ সালের অর্থনৈতিক জরিপ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে দেশে সর্বমোট উদ্যোক্তার সংখ্যা ৭৮১৮৫৬৫। এদের মধ্যে পুরুষ উদ্যোক্তা হলেন ৭২৫৫১৯৭ জন। সুতরাং নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা হল ৫৬৩৩৬৮ জন যা মোট উদ্যোক্তাদের মাত্র ৭.২১ শতাংশ।

ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সাহায্য নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। এর ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন যাতে সংগঠিত করা যায় সেজন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তাকারী তহবিল-এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫ শতাংশ অর্থ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদাভাবে বরাদ্দ করেছে। তাছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুদের হার বর্তমানের ৫ শতাংশের ওপর সর্বোচ্চ আরো শতকরা ৫ ভাগ গ্রহণ করা যাবে, কিন্তু তা কোন মতেই বৎসরে ১০ শতাংশের বেশি হবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে নারী উদ্যোক্তারা যখন এই খাতে ঋণ পাবার জন্য আবেদন করবেন তখন তাদের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ ও ফয়সালা করতে হবে। আরো বলা হয়েছে, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য যেসব বাড়তি সুবিধা আছে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সেসব বিষয় ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আকারে প্রচার করবে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গ্যারান্টিতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে। যদি কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের অধিকাংশ সদস্য নারী হন, সেক্ষেত্রেও এই সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে তারা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কিছু নির্বাচিত শাখায় সেবা কেন্দ্র চালু করবেন এবং সেখান থেকে নারীবান্ধব সেবা প্রদান করা হবে, এই বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে।

ক্ষুদ্র ও মধ্যম উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়ন

	মোট বিতরণ (কোটি টাকায়)			
সাল	পুরুষ	নারী	সর্বমোট	বিতরণকৃত ঋণে নারীদের অংশ
২০১০	৫১৭৩৮.৯৫	১৮০৪.৯৮	৫৩৫৪৩.৯৩	৩.৩৭
২০১১	৫১৬৭০.৯৯	২০৪৮.৪৫	৫৩৭১৯.৪৪	৩.৮১
২০১২	৬৭৫২৯.৪১	২২২৪.০১	৬৯৭৫৩.৪২	৩.১৯
২০১৩	৮১২৭১.০১	৩৩৫১.১৭	৮৪৬২২.১৮	৩.৯৬
২০১৪	৯৬৯৭১.৪	৩৯৩৮.৭৫	১০০৯১০.২	৩.৯০

এইসব উদ্যোগ থেকে নারীদের অধিক সংখ্যায় উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক ধরনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীদের জন্যে বিশেষ কিছু পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; যার মধ্যে থাকবে তথ্য, দক্ষতা, পরিসম্পদ এবং সুযোগের অভিগম্যতা। রাজনৈতিক, নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে এবং এমন ধরনের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যাতে নারীর কর্মসংস্থান এবং আয়ের ওপরে যেন ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকরা সমান অধিকার ভোগ করতে পারে। উন্নয়ন খাতের সকল পর্যায়ে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং মানবসম্পদের ব্যবস্থা করতে হবে। সেবা খাত ছাড়াও কৃষি এবং গ্রামোন্নয়ন, শিল্প এবং বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীদের মূলস্রোতে আনয়ন করতে হবে। নারীদের কাজ এবং অর্থনীতিতে তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সেসব যেন সকলের কাছে দৃশ্যমান হয়।

বাংলাদেশের নারীর অবস্থানের উন্নয়নে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়। যদিও এই নীতি সম্পর্কে কিছু কিছু অপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এইসব সমালোচনা বাদ দিয়ে এই নীতিকে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক বলে বিবেচনা করা হয়। এটাই স্বাভাবিক যে, নারীদের বিষয়ে যে কোন ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সরকারকে এই নীতির প্রস্তাবনা, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তকে বিবেচনায় নিতে হবে। জেন্ডার অসমতা বিষয়ে এই নীতিতে স্বীকার করা হয়েছে যে গরিবদের মধ্য থেকে নারীর প্রতিনিধিত্ব খুবই অসম। আরো বলা হয়েছে আনুষ্ঠানিক কর্মনিয়োগে নারীর অভিগম্যতা বেশ কম এবং তাদের কম বেতন দেয়া হয়। নারী এখনও সহিংসতা এবং দুর্ব্যবহারের শিকার। সমাজের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসূচকে নারীর অসমতা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। বিগত কয়েক বছরে দৃশ্যমান অগ্রগতি সত্ত্বেও মাতৃমৃত্যুর হার এখনও অনেক বেশি এবং যদি পুরুষদের তুলনায় মরণশীলতা ও অপুষ্টির কথা ধরা হয়, তাহলেও মেয়েদের সংখ্যাই অনেক বেশি দেখা যায়।

জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-র উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা;
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলস্রোতে নারীর পূর্ণ এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
- বিদ্যমান নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা;
- সকল ধরনের নারী ও শিশু নির্যাতন নির্মূল করা;
- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করা;
- পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে শুরু করে রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়াসহ আর্থ-সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করা;

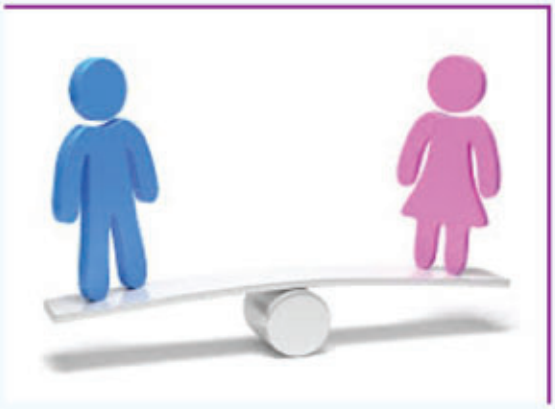

- গণমাধ্যমে নারী এবং কন্যাশিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি এবং জেন্ডারের অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতগুলো প্রচার করা;
- মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন নারীদের সৃজনশীল সম্ভাবনাকে বিকশিত হতে সাহায্য করা;
- নারীর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান;
- নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ভূমিকা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যসমূহ:

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
- অর্থনৈতিক নীতিমালা নির্ধারণে (ব্যবসা-বাণিজ্য নীতি, মুদ্রানীতি, করারোপ নীতি ইত্যাদি) এবং এর বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
- ব্যষ্টিক-অর্থনৈতিক নীতি প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীদের আগ্রহ এবং চাহিদা বিবেচনা করা;
- ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া নিবৃত্ত করতে নারীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি;
- সম্পদের ব্যবহার, কর্মসংস্থান, বিপণন ও ব্যবসায় নারীর জন্য সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা;

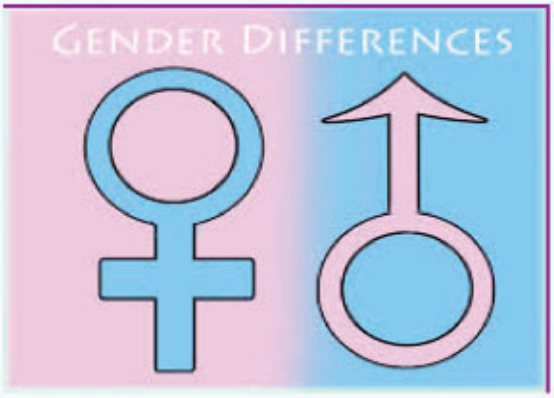

- নারীর ভাবমূর্তি উন্নীত করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যক্রম-এ নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন বন্ধ করা;
- নারী-পুরুষের সমান মজুরির হার নিশ্চিত করা, শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য সমসুযোগ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সব ধরনের বৈষম্য দূর করা;
- নারীর অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান;
- জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কৃষিখাত থেকে শুরু করে গার্হস্থ্যকর্ম, জাতীয় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ সকল খাতে নারীশ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা;
- যে সকল প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক নারী কর্মরত আছেন সেখানে প্রয়োজনীয় ও বিশেষ বিধান-এর মাধ্যমে পরিবহণ, আবাসন, বিশ্রাম কক্ষ, আলাদা শৌচাগার/টয়লেট, দিবা পরিচর্যা কেন্দ্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করা।

বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দের পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণের সময় সে বরাদ্দ নারী উন্নয়ন নীতির কর্মকৌশল অনুযায়ী হচ্ছে কি না তার একটি খতিয়ান আগামী অর্থবছরের জেন্ডার বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানাচ্ছি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এই কর্মকৌশল বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কারা কাজ করছেন তাও সাধারণ মানুষের জানা থাকা দরকার।

নারীর উন্নয়নের জন্য নারীনীতি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল অনুসরণ করেই বাজেট বরাদ্দ দরকার এবং জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে তার প্রতিফলন দরকার। নারী ও পুরুষের সমতা সামাজিক ন্যায়বিচারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ- কেননা এটি মানুষের একটি মৌলিক অধিকার, এই জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা দরকার। সম্পদ ও সম্পত্তি ভোগে ও অংশীদারিত্বে সমতা প্রণয়ন ও নারী উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে (ডে-কেয়ার, পরিবহণ ও আবাসন সুবিধা) যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান। ঘরে ও বাইরে নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

সেমিনারের বিষয়ে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন

ঢাকা, ৩০ মার্চ ২০১৬, ১৬ চৈত্র ১৪২২, ২০ জমাদিউস সানি ১৪৩৭ বুধবার রেজি. নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ১৮,

প্রথম আলো

পিকেএসএফের সেমিনার

সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থেই নারী-পুরুষের সমতার স্বীকৃতি জরুরি

বিশেষ প্রতিনিধি ●

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পুরুষের সচেতনতা জরুরি। পাশাপাশি নারী-পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক বোঝাবোধ থাকতে হবে। সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থেই নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টির স্বীকৃতি দিতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) মিলনায়তনে 'টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তাদের আলোচনায় এই অভিমত উঠে এসেছে। পিকেএসএফ এ সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে পিকেএসএফের ১২০টি সহযোগী সংস্থার ২৪৯ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সংস্থার নারী চাকুরেসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি এ ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবি করেন। এ সময় সেমিনারে উপস্থিত সবাই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ। তিনি বলেন, সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থেই নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টির স্বীকৃতি দিতে হবে। এটা মৌলিক মানবাধিকার। সম্পদের ওপর নারীর মালিকানা ও অধিকার থাকতে হবে। তা ছাড়া তিনি নারীর নিরাপত্তার বিষয়টিও তুলে ধরেন। ড. নাজনীন নারীর চ্যালেঞ্জ হিসেবে উচ্চশিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন।

আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ড. নাসরীন আহমাদ বলেন, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পাসের হার বেশি। বিজ্ঞান অনুষদে মেয়েরা বেশি ডিনস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গত চার বছরে ৪০ শতাংশ নারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তাঁদের নিজ যোগ্যতাবলে। নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম।

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ১৬ চৈত্র ১৪২২
৩০ মার্চ ২০১৬

'নারী উন্নয়নে চাই পুরুষের মানসিক পরিবর্তন'

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নারীদের কেবল সমতাই নয়, তাদের দিতে হবে ন্যায্য অধিকার। নারীদের এগিয়ে নিতে সম্পদে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আনতে হবে নারী-পুরুষের মনোভাবের পরিবর্তন। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। পিকেএসএফ ভবনে গতকাল মঙ্গলবার এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ'র সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ। সম্মানীয় অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. নাসরীন আহমাদ। উদ্বোধনী বক্তব্য দেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুল করিম। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার নারী প্রতিনিধিরা সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার বক্তব্যে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তুলে ধরেন। পিকেএসএফ-এর সদস্য অধ্যাপক শফিক আহমেদ বলেন, নারী-পুরুষের মনোভাবের পরিবর্তনই নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

সেমিনারে নারীদের কার্যকর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। এসময় নারী ক্ষমতায়নে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কিছু সুপারিশ করা হয়।

ঢাকা
বুধবার
১৬ চৈত্র
১৪২২ বঙ্গাব্দ

দৈনিক **জনকণ্ঠ**
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন The Daily Janakantha

টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়নের তাগিদ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারীদের ক্ষমতায়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সেমিনারের এ তাগিদ দেয়া হয়। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পিকেএসএফ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন। পিকেএসএফের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ১৫০টি সহযোগী সংস্থার ২৪৯ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পিকেএসএফের নারী চাকুরেসহ উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) ড. নাসরীন আহমাদ। তিনি টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য নারীর নানামুখী ভূমিকা উল্লেখ করেন। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং পিকেএসএফের সাধারণ পর্ষদের সদস্য ড. নাজনীন আহমেদ। সেমিনারে পিকেএসএফের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সমাপনী বক্তব্য রাখেন। নারীদের কার্যকর ক্ষমতায়নের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

দৈনিক **ইনকিলাব**
THE DAILY INQILAB

ঢাকা : বুধবার, ১৬ চৈত্র ১৪২২, ৩০ মার্চ ২০১৬

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পিকেএসএফ'র আয়োজন

স্টাফ রিপোর্টার : পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার পিকেএসএফ অডিটোরিয়ামে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় টেকসই উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন। পিকেএসএফ-এর সম্মানিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ১৫০টি সহযোগী সংস্থার ২৪৯ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পিকেএসএফ-এর নারী চাকুরেসহ উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আব্দুল করিম। সেমিনারে পিকেএসএফ-এর সম্মানিত সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান (তনু)'র নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তুলে ধরেন। এ প্রেক্ষিতে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সকলে একসাথে সোচ্চার হয়ে এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান এবং এ ঘটনার সাথে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অংশগ্রহণকারীবৃন্দের তালিকা

ক্র. নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
১	জনাব রাবেয়া নাজনীন	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এ্যান্ড প্র্যাকটিসেস
২	জনাব পপি রানী সাহা	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এ্যান্ড প্র্যাকটিসেস
৩	জনাব নাজমুন আমীন	সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এ্যান্ড প্র্যাকটিসেস
৪	জনাব শম্পা চৌধুরী	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
৫	সৈয়দা সুমনা আহমেদ	উন্নয়ন
৬	জনাব শাহানারা বেগম	উন্নয়ন
৭	মোছাঃ নাছরিন খাতুন	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
৮	মোছাঃ নাসরিন আক্তার	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
৯	জনাব শামিমা নাসরিন	সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ-বাংলাদেশ
১০	জনাব আর্খি নুর খানম	সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস
১১	জনাব সুবর্ণা কান্তা গুণ	সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস)
১২	জনাব নাসরীন আখতার	সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ-বাংলাদেশ
১৩	মোছাঃ রোজি আকতার	আশ্রয়
১৪	মোছাঃ রত্না	পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
১৫	জনাব সোহেলী পারভীন দিপ্তী	সৃজনী বাংলাদেশ
১৬	জনাব অলোকা রানী	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি
১৭	জনাব নিলুফার ইয়াছমিন	টিএমএসএস
১৮	জনাব গীতা রানী মন্ডল	টিএমএসএস
১৯	জনাব অলকা নন্দিতা	সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)
২০	জনাব সীমা রানী কর্মকার	গণ কল্যাণ ট্রাস্ট
২১	জনাব মেরী বেগম	ইন্টিগ্রেটেড কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন
২২	জনাব রোজিনা আকতার	ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন
২৩	জনাব নাজনীন শরীফ	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
২৪	জনাব ডালিয়া আশরাফ আসমা	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
২৫	জনাব ইসরাত জাহান তুলি	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
২৬	জনাব জয়ন্তী রায়	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
২৭	জনাব আরিফা খাতুন	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
২৮	ড. তাসনিম আহমেদ	বেডো
২৯	ড. ফারহানা বিলকিস	সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)

ক্র. নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
৩০	জনাব কানিজ ফাতেমা	সেতু
৩১	জনাব আশরাফুন নাহার	দাবী-মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা
৩২	জনাব শুকলা রানী সরকার	'আসপাডা' পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
৩৩	জনাব মাহ্‌ফিয়া পারভীন	টিএমএসএস
৩৪	জনাব সোমা দাস	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
৩৫	জনাব পারভিন নাহার	সৃজনী বাংলাদেশ
৩৬	জনাব ফারজানা আফরোজ	মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র
৩৭	জনাব চন্দনা রানী	দারিদ্র বিমোচন সংস্থা
৩৮	মোছাঃ ফরিদা খাতুন	দারিদ্র বিমোচন সংস্থা
৩৯	জনাব রিতা দত্ত	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
৪০	জনাব রাশিদা আক্তার	হীড–বাংলাদেশ
৪১	জনাব আরিফন আক্তার	সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস
৪২	জনাব মৌসুমী সুলতানা	পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৪৩	জনাব মল্লিকা রানী বসাক	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা
৪৪	জনাব প্রিয়াংকা মন্ডল	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৪৫	জনাব শারমিন আখতার	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৪৬	জনাব রোকসানা বেগম	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার
৪৭	জনাব সুলতানা বেগম	পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৪৮	জনাব নাহিদ ফাতেমা	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৪৯	জনাব কামরুন নাহার	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি-রুরাল পুওর
৫০	জনাব নাহিদা পারভিন	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট
৫১	জনাব আয়শা সিদ্দিকা	এসডিআই
৫২	জনাব বনশ্রী	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি-রুরাল পুওর
৫৩	জনাব নুরুদ্দিন	রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা
৫৪	জনাব শিউলী আক্তার	পরশমনি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
৫৫	জনাব রওনক জাহান	ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট
৫৬	জনাব জাহানারা হাসান	বাস্তব – ইনিসিয়েটিভ ফর পিপলস্ সেলফ ডেভেলপমেন্ট
৫৭	জনাব সাইদা খান	সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
৫৮	জনাব বাণী আক্তারী	আভা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৫৯	জনাব ফৌজিয়া ইয়াসমিন	পল্লী শ্রী
৬০	জনাব স্বপ্না রেজা	মানবিক সাহায্য সংস্থা

ক্র. নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
৬১	জনাব জামিলা আকতার	মানবিক সাহায্য সংস্থা
৬২	জনাব আয়শা খাতুন (জবা)	আল-ফালাহ আ'ম উন্নয়ন সংস্থা
৬৩	জনাব উম্মে রোমান আক্তার	অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট
৬৪	জনাব নিলুফার আলম	প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
৬৫	জনাব অর্পণা রানী কুন্ডু	রোভা ফাউন্ডেশন
৬৬	জনাব নিগার সুলতানা	টিএমএসএস
৬৭	জনাব সাবিহা আফরোজ	লিটল রিভার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
৬৮	জনাব জেরিন তাসনিম	শিশু স্বর্গ বিদ্যানিকেতন
৬৯	জনাব চিত্রা দাস	শিশু স্বর্গ বিদ্যানিকেতন
৭০	জনাব আসমা বিথী	সাজেদা ফাউন্ডেশন
৭১	জনাব শামিমা তাসনিম	সাজেদা ফাউন্ডেশন
৭২	জনাব হেলেনা রানী দে	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৭৩	জনাব নাজনিন নাহার	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
৭৪	জনাব আসিয়া	জিইউএস
৭৫	জনাব মালতি রানী	উদ্দীপন
৭৬	জনাব আঞ্জুমান বানু লিমা	ঘাসফুল
৭৭	জনাব আবেদা বেগম	ঘাসফুল
৭৮	জনাব রোমানা সুলতানা	ড্যাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট
৭৯	জনাব শাকিলা আহমেদ	ড্যাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট
৮০	জনাব হাসান বানু ডেইজি	সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স
৮১	জনাব আনোয়ারা খাতুন	পাবনা প্রতিশ্রুতি
৮২	জনাব মোঃ ফজলুল হক	ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট
৮৩	জনাব রোমানা পারভিন	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৮৪	জনাব আখতারা বানু	গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
৮৫	জনাব ইরানি খান	সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি
৮৬	মোসাঃ শিখা খাতুন	শতফুল বাংলাদেশ
৮৭	জনাব সুলতানা রাজিয়া	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
৮৮	জনাব সন্ধ্যা রানি পাল	সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস
৮৯	জনাব রাবেয়া বেগম	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৯০	জনাব নাহিদ সুলতানা	এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট
৯১	জনাব ইসরাত জাহান	মমতা

ক্র. নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
৯২	জনাব ফিরোজা বেগম ইমন	মমতা
৯৩	জনাব কবিতা মন্ডল	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন
৯৪	জনাব মঞ্জুয়ারা	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্
৯৫	জনাব শাহ্নাজ পারভীন	ডাক দিয়ে যাই
৯৬	জনাব সোহিলিয়া নাজনিন হক	সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস্
৯৭	জনাব ফেরদৌস আরা রুমি	কোস্ট ট্রাস্ট
৯৮	জনাব আসমা আক্তার	কোস্ট ট্রাস্ট
৯৯	জনাব শামীম আরা বেগম	পল্লী শ্রী
১০০	জনাব মাসুদা আক্তার	রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার
১০১	জনাব ফরিদা ইয়াসমিন	সোস্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রাম–সিপ
১০২	জনাব শামিমা সুলতানা	সেন্টার ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স
১০৩	জনাব নিলুফা খানম	ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
১০৪	জনাব মাজেদা	ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
১০৫	জনাব ফরিদা ইয়াসমিন	সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস
১০৬	জনাব তাপসি সরকার	সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস
১০৭	জনাব সিদ্দিকা বানু	সেলফ হেলপ এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম
১০৮	জনাব রওশন জান্নাত রুশনি	উদ্দীপন
১০৯	জনাব রুমি ইয়াসমিন	উদ্দীপন
১১০	জনাব আইরিন সুলতানা	অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্যা পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট)
১১১	জনাব সারা গুলশান	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
১১২	জনাব মুরশিদা খানম	সেন্টার ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স
১১৩	জনাব রোজিনা খানম	বেডো
১১৪	জনাব লুতফুন নাহার তুলি	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র
১১৫	মোছাঃ নাসরিন	এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্স-আরবান
১১৬	জনাব নাহারিন সুলতানা	এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্স-আরবান
১১৭	জনাব শিলা রানি সাহা	এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্স-আরবান
১১৮	জনাব আফরোজা খানম	কারসা ফাউন্ডেশন
১১৯	জনাব রোজিনা আক্তার	এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্স-আরবান
১২০	জনাব আমেনা হাসান	সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি
১২১	জনাব নাসরিন সুলতানা	হীড–বাংলাদেশ
১২২	জনাব আসমা আক্তার	হীড–বাংলাদেশ

ক্র. নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
১২৩	জনাব গোলাপি পারভিন	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
১২৪	জনাব জেসমিন আক্তার	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
১২৫	জনাব মনোয়ারা বেগম	প্রত্যাশী
১২৬	জনাব শামসুন নাহার	ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি-রুরাল পুওর
১২৭	মোছাঃ মনসুরা বেগম	আল-ফালাহ আ'ম উন্নয়ন সংস্থা
১২৮	জনাব সাহানা নার্গিস	টিএমএসএস
১২৯	জনাব রওশন আরা বেগম	কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট সেন্টার
১৩০	জনাব হাসিয়ারা বেগম	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
১৩১	জনাব জাকিয়া সুলতানা	জাকস ফাউন্ডেশন
১৩২	জনাব আফসানা আজীজ জেসী	পল্লী বিকাশ কেন্দ্র
১৩৩	সৈয়দা জোবায়েদা জহুর	ইনডেভার
১৩৪	জনাব ইরিনা হক নিপা	সেন্টার ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স
১৩৫	জনাব শামসুন নিলু	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি
১৩৬	জনাব তাজমিন আক্তার	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি
১৩৭	জনাব মহসিনা আক্তার মুনা	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
১৩৮	জনাব শেফালি খাতুন	ওয়েভ ফাউন্ডেশন
১৩৯	জনাব পারভিন আক্তার	পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
১৪০	জনাব শেখ বিনামিকা	বেডো
১৪১	জনাব খালেদা আক্তার স্মৃতি	রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা
১৪২	জনাব নার্গিস আনিসা	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউণ্ডেশন
১৪৩	জনাব এস. এ. ওহাব	গণ উন্নয়ন প্রচেস্টা
১৪৪	জনাব সুবর্ণা মোস্তফা	সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)
১৪৫	জনাব আবিদা সুলতানা	এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অফ কমিউনিটি হেলথ এডুকেশন সার্ভিসেস
১৪৬	জনাব নাসিমা আক্তার	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন
১৪৭	জনাব শায়লা সুলতানা	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন
১৪৮	জনাব শায়লা শারমিন	শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন
১৪৯	জনাব খুরশিদা আকতার	ইনডেভার
১৫০	জনাব মনোয়ারা বেগম	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট
১৫১	জনাব শরমিনা জাহান	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট
১৫২	জনাব নিগার ফাতেমা	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট
১৫৩	জনাব শাহনাজ পারভিন	সেতু-কুষ্টিয়া
১৫৪	জনাব নাজমুননাহার	সেতু-কুষ্টিয়া
১৫৫	মোছাঃ শাহানা খাতুন	দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা

ক্র. নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
১৫৬	জনাব ইয়াছমিন রহমান	সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)
১৫৭	জনাব শামিম আরা	সোস্যাল এডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি
১৫৮	জনাব সুলতানা রাজিয়া	সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন
১৫৯	মোছাঃ লাভলী খাতুন	এস কে এস ফাউন্ডেশন
১৬০	জনাব সোহানা নাজনিন	টিএমএসএস
১৬১	জনাব নুরুন নাহার	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
১৬২	জনাব আমেনা বেগম	সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ ইভালুয়েশন এন্ড ট্রেনিং
১৬৩	জনাব ইসরাত জাহান	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি
১৬৪	মোছাঃ আমেনা খাতুন	পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
১৬৫	জনাব মিঘাত কাওছার বন্যা	টিএমএসএস
১৬৬	মোছাঃ ইসাবেলা	কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট সেন্টার
১৬৭	জনাব মমতাজ বেগম মায়া	গণ কল্যাণ ট্রাস্ট
১৬৮	জনাব শাম্মী	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
১৬৯	জনাব ফারজানা	ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
১৭০	জনাব মনোয়ারা খাতুন	আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
১৭১	মিসেস মাজেদা শওকত আলী	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি
১৭২	জনাব নাছিমা বেগম	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
১৭৩	জনাব আতিকুন্নাহার	রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা
১৭৪	জনাব ফাতেমা মাহিনুর	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন
১৭৫	জনাব শামিমা বেগম	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন
১৭৬	জনাব রুমানা আক্তার	পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন
১৭৭	জনাব বিলকিস আক্তার	লিটল রিভার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
১৭৮	জনাব মরিয়া খান	লিটল রিভার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
১৭৯	জনাব শিল্পী রয়	পিদিম ফাউন্ডেশন
১৮০	জনাব সাবিনা আফরোজা	পিদিম ফাউন্ডেশন
১৮১	জনাব খালেদা আক্তার	সাজেদা ফাউন্ডেশন
১৮২	জনাব সুলতানা রাজিয়া	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী
১৮৩	জনাব এস. এম. শরীফ	অক্সফাম
১৮৪	জনাব হোসনেয়ারা বানু	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
১৮৫	জনাব সুফিয়া জামান	শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
১৮৬	ড. নুসরাত জাহান	বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস
১৮৭	জনাব মুনিরা খাতুন	বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস
১৮৮	জনাব আরিফ শিকদার	এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিল বাংলাদেশ

ক্র. নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	সংস্থার নাম
১৮৯	জনাব কামরুন নাহার চৌধুরী	হীড-বাংলাদেশ
১৯০	জনাব জাহিদুল কাদির	এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ
১৯১	জনাব আয়েশা বেগম	পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
১৯২	জনাব শাকিলা পারভীন	সরকারি সা'দত কলেজ
১৯৩	প্রফেসর এম এ হাই	ইস্কান্দার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
১৯৪	জনাব সুলতানা মুর্শিদ	টিএমএসএস
১৯৫	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
১৯৬	জনাব লিপি রানি দাস	সোস্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ
১৯৭	জনাব নাহিদ পারভীন	সেন্টার ফর এ্যাকশন রিসার্চ বারিন্দ
১৯৮	জনাব নাসরিন সুলতানা	কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা
১৯৯	জনাব মোরশেদা আক্তার শিল্পী	অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দ্যা পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট)
২০০	জনাব রোকসানা সুলতানা	প্রত্যাশী
২০১	জনাব খালেদা বেগম	প্রত্যাশী
২০২	মিসেস মমতা চাকলাদার	পাবনা প্রতিশ্রুতি
২০৩	জনাব রাজিয়া সুলতানা	জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট
২০৪	জনাব রজুফা	শতফুল বাংলাদেশ
২০৫	জনাব শামীমা লাইজু নীলা	আলো (Access toward livelihood & Welfare organization)
২০৬	মোছাঃ লাবনী খানম	নজীর (নতুন জীবন রচি)
২০৭	জনাব মনোয়ারা নওশীন	প্রিজম বাংলাদেশ
২০৮	জনাব কাজী ফারজানা শারমিন	সোস্যাল এন্ড ইকোনোমিক এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ
২০৯	জনাব পারভীন আক্তার	ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার
২১০	জনাব শাহিদা খাতুন	ভি.পি.কে.এ ফাউন্ডেশন
২১১	জনাব কৃষ্ণা সরকার	ভি.পি.কে.এ ফাউন্ডেশন

সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব সফিনাজ বেগম, জনাব হালিমা পারভীন, জনাব সুফিয়া খাতুন। এঁদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় নিবন্ধন তালিকায় উল্লিখিত নেই।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ক্র. নং	অংশগ্রহণকারী	নারী	পুরুষ	মোট
১	পিকেএসএফ-এর পর্ষদের সদস্যবৃন্দ	০৩	০৫	০৮
২	সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ	২০০	০৪	২০৪
২	পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ	৪০	৩৬	৭৬
৪	আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ	১০	০২	১২
৫	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া	০৪	১৭	২১
	সর্বমোট	**২৫৭**	**৬৪**	**৩২১**